সাপের তৃতীয় চোখ

আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

পৃথিবীতে তিন হাজারের বেশি প্রজাতির সাপ আছে। বেশ কিছু অঞ্চলে অবশ্য সাপ নেই। এর মধ্যে আছে অ্যান্টারকটিকা বা দক্ষিণ মেরু (কুমেরু), আইসল্যান্ড, গ্রিনল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড। ঠাণ্ডা পরিবেশ সাপের একদম পছন্দ নয়। নিউজল্যান্ডে অবশ্য কিছু সামুদ্রিক সাপ আছে।

সাপের তিন হাজার প্রজাতির মধ্যে প্রায় ৬০০টি বিষাক্ত। গার্টার স্নেকদের মতো সাপরা আবার নির্বিষ। মানুষকে আক্রান্ত করতে বা মরণকামড় দিতে পারে ২০০ প্রজাতি। তবে এদের বাইরেও মানুষকে মেরে ফেলার মতো সাপ আছে। হ্যাঁ, বলছি অজগর, অ্যানাকোন্ডার কথা। অজগর মানুষকে আস্ত খেয়ে ফেলতে পারে। অ্যানাকোন্ডারও মানুষ খাওয়ার অনেক গল্প প্রচলিত আছে। সিনেমায়ও এমনটা হরদম দেখা যায়। তবে প্রমাণিত কোনো ঘটনা নেই। তবে অ্যানাকোণ্ডার ৫৪ কেজির হরিণ খেয়ে ফেলার ঘটনা প্রমাণিত। ধরেই নেওয়া যায়, মানুষও তারা অনায়াসেই গিলতেই পারে।

প্রায় সব সাপের গায়ে আঁশ থাকে। আবার সরিসৃপ হিসেবে এরা শীতল রক বিশিষ্ট প্রাণী। গায়ের উপরস্থ আঁশের অনেকগুলো কাজ আছে। শুষ্ক পরিবেশে আঁশ আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। আবার চলার সময় পথের সাথে ঘর্ষণ কমিয়ে চলাচল দ্রুত হতে সাহায্য করে। বেশ কিছু প্রজাতির সাপের গায়ে আঁশ নেই। তবে তাদেরও পেটে তা আছে।

সাপের জিহ্বা দ্বিশাখান্বিত। পরিবেশ থেকে গন্ধ নিতে সাপ তা বিভিন্ন দিকে দোলায়। পায় খাবার বা বিপদের গন্ধ। খাবার খুঁজে পাওয়ার আরও উপায়ও আছে। চোখের সামনে আছে পিট হোল নামইক ছিদ্র। এই ছিদ্রের মাধ্যমে সাপ উষ্ণ-রক্ত বিশিষ্ট শিকারের গায়ের তাপ শনাক্ত করতে পারে। আবার নিচের চোয়ালের হাড় ইঁদুর জাতীয় রোডেন্ট বা তীক্ষ্ণদন্তী প্রাণীর কম্পন বুঝতে পারে। সাপ তার মাথার চেয়ে তিন গুণ বড় আকারের প্রাণীকেও গিলে নিতে পারে। এসময় নিচের চোয়াল উপরের চোয়াল থেকে খুলে আসে। শিকার একবার মুখে চলে আসলে ভেতরমুখী দাঁতের ফাঁদে আটকে যায়।

সাপের দৃষ্টিশক্তি খুব ক্ষীণ। এ কারণেই পরিবেশকে বুঝতে জিহ্বাকে লাফালাফি করায় সারাক্ষণ। অবশ্য নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে কোচহুইপ নামের সাপ বিপদে পড়লে চোখে রক্তপ্রবাহ বাড়িয়ে দেয়। এতে বাধাহীন দৃষ্টির সুবিধা পায় সাপটি। তবুও সাপ আসলে নিজের চারপাশটা বুঝতে চোখের আশ্রয় নেয় না। আগেই বলেছি, এ কাজে সাপের জিহ্বা খুব ভাল ভূমিকা রাখে।

মানুষের মধ্যে একটি সাধারণ ধারণা হলো সাপ শুনতে পায় না। হ্যাঁ, সাপের কোনো বহিঃস্থ কান নেই। ২০১২ সালে ম্যাচাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা যায়, শব্দ তরঙ্গ সাপের খুলিতে কম্পন তৈরি করে। এরপর তা সাপের অন্তঃস্থ কান শুনতে পারে।

তবে সাপের চোখ যে একদম অকেজো তা মোটেও বলা যায় না। বিভিন্ন ধরনের সাপই পৃথিবীটাকে দুইভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। পিট ভাইপার, র‍্যাটলস্নেক, অজগর ও বোয়ারা একদিকে মানুষের মতোই চোখ দিয়ে পরিবেশকে (ক্ষীণভাবে) বুঝতে পারে। আবার তারা তাদের অতিসংবেদনশীল অবলোহিত (ইনফ্রারেড) সেন্সর দিয়ে পরিবেশের বস্তু বা প্রাণী থেকে আগত তাপের ভিত্তিতে একটি ছবি তৈরি করতে পারে।

বেশিরভাগ সাপেরাই

সূত্র: ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক,

* <https://www.nationalgeographic.com/animals/reptiles/facts/snakes-1>
* <https://abcnews.go.com/Technology/story?id=98115&page=1>
* <https://www.livescience.com/53318-anaconda-facts.html>
* <https://www.nbcnews.com/sciencemain/snakes-have-poor-eyesight-can-boost-their-vision-if-threatened-2d11577701>
* <https://www.washingtonpost.com/national/health-science/how-snakes-hear-without-ears/2011/12/29/gIQAuseoWP_story.html>

লেখক: প্রভাষক, পরিসংখ্যান বিভাগ, সিলেট ক্যাডেট কলেজ